বাঁশের ঝাড় ব্যবস্থাপনা

আপনার বাঁশঝাড় থেকে কি আশানুরূপ বাঁশ পাচ্ছেন না? আপনি কি বাঁশঝাড়ের উন্নত ব্যবস্থাপনা করে বাঁশ উৎপাদন বাড়াতে ও অধিক সবল বাঁশ পেতে ইচ্ছুক ?

খুব কম খরচে বাঁশঝাড় সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করে আপনি সহজেই অধিক লাভবান হতে পারেন।

বাঁশঝাড় ব্যবস্থাপনা করবেন কেন ?

বাঁশঝাড় ব্যবস্থাপনা দ্বারা সুস্থ-সবল ও পুষ্ট বাঁশ উৎপাদন করে ভাল বাজার মূল্য পাওয়া যায়। পরিচর্যার ফলে ঝাড় থেকে বেশি সংখ্যক বাঁশ পাওয়া সম্ভব। এতে আপনি পারিবারিক চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বাড়তি আয়ও করতে পারেন।

কিভাবে ব্যবস্থাপনা করবেন ?

পরিষ্কারকরণ

বাঁশঝাড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। ময়লা-আবর্জনা, পাতা, খুড়কুটো, পচা বা রোগাক্রান্ত বাঁশ, কঞ্চি, কোঁড়ল ঝাড় থেকে নিয়মিতভাবে অপসারণ করতে হবে। চারা, কঞ্চি, মুথা বা অফসেট মাটিতে লাগানোর পর প্রথম ১-২ বছর চিকন ও সরু বাঁশ গজায়, যা মরে গিয়ে ঝাড়ে গাদিগাদি করে থাকে। গাদিগাদি করে থাকা চিকন ও মরা বাঁশ অপসারণ করে ফেলুন। প্রতি বছর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে হালকা নিয়ন্ত্রিত আগুন দিয়ে ঝাড় এলাকার আবর্জনা ও শুকনো পাতা পুড়িয়ে দিন। এতে ঝাড়ে অনুকুল স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হবে যা প্রচুর নতুন কোঁড়ল মাটি থেকে বের হয়ে স্বাস্থ্যবান ঝাড় সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

নতুন মাটি প্রয়োগ

সাধারণত প্রতি বছর চৈত্র-বৈশাখ মাসে বাঁশের কোঁড়ল গজায়। তাই প্রতি বছর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ঝাড়ের গোড়ায় নতুন মাটি দেওয়া উচিত। এতে কোঁড়ল দ্রুত বেড়ে উঠবে ও সুস্থ বাঁশ পাওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত বা পুরাতন ঝাড়ের মাটি কখনো ব্যবহার করবেন না। এতে সুস্থ বাঁশঝাড়ে রোগ ছড়ানোর আশংকা থাকে।

সার প্রয়োগ

তিন বছর বয়সের (মাঝারি আকারের) ঝাড়ের গোড়ায় প্রতি বছর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ১০০-১২৫ গ্রাম ইউরিয়া, সমপরিমান ফসফেট ও ৫০-৬৫ গ্রাম পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। ঝাড়ের চারিদিকে মাটি কুপিয়ে সার প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। সার প্রয়োগের পর বৃষ্টি না হলে অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

পানি সেচ

খরা মৌসমে চারা গাছ সুষ্ঠু ভাবে বৃদ্ধি পায় না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মারাও যায়। তাই প্রথম কয়েক বছর নতুন ঝাড়ে পরিমিত পানি সেচ দেওয়া প্রয়োজন। এক সপ্তাহে পর পর এক বা দুই কলস পানি বাঁশের চারার গোড়ায় ঢেলে দিয়ে খড় বা কচুরিপানা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

পাতলাকরণ

বাঁশর বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট জায়গা প্রয়োজন। অতিরিক্ত কঞ্চি বা পচা ও আঘাতপ্রাপ্ত বাঁশ নিয়মিত কাটা উচিত। ঝাড় থেকে বাঁশ এমনভাবে কাটতে হবে যেন একটি থেকে অন্যটি ৬-১০ ইঞ্চি দূরে থাকে।

আগাছা, মরা/পচা বাঁশ ও পুরোনো মোথা অপসারণ

আগাছাপূর্ণ স্থানে ঝাড় থেকে নতুন বাঁশ সহজে গজাতে পারে না অথবা সরু ও দূর্বল বাঁশ গজায়। কোন কোন সময় আগাছার চাপে চারা বাঁশ মারা যায়। তাই নতুন বাঁশঝাড় আগাছা মুক্ত রাখা উচিত। এছাড়া মাথাপচা রোগে আক্রান্ত মরা ও পচা বাঁশ ঝাড় থেকে সরিয়ে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। আবার পুরাতন পরিত্যক্ত মোথা থেকে প্রকৃত পক্ষে কোন কোঁড়ল বের হয় না, বরং জায়গা নষ্ট করে বাধা সৃষ্টি করে। তাই বয়স্ক বাঁশঝাড়ের পুরাতন মোথা সাবল দিয়ে কেটে অপসারণ করলে বাঁশঝাড় আবার অনেকটা নতুন জীবন লাভ করে।

বাঁশ আহরণ

বাঁশের কোঁড়ল বের হওয়ার পর ৩ মাসের মধ্যে একটি বাঁশ পূর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তিন বছর বয়সের পরিপক্ক হয়। বর্ষায় যে কোঁড়ল বের হয় তা আশ্বিন-কার্তিক মাসের মধ্যে পূর্ণ উচ্চতা প্রাপ্ত হয়। ঝাড়ের ফলন ও স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করলে একটি বাড়িতে কমপক্ষে তিনটি বাঁশঝাড় লাগাতে হবে। একটি বাঁশ পাকতে তিন বছর সময় লাগে। প্রতি বছরই বাঁশ ঝাড় থেকে পাকা বাঁশ আহরণ করতে হবে। তাহলে গুনগত দিক দিয়েও ভাল বাঁশ পাওয়া যাবে।

ঝাড় থেকে বাঁশ কাটা ও টেনে বের করার সময় যে সব বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত তা হলো

১) বাঁশে কঞ্চি বেশী থাকলে, গোড়ায় দিকের কঞ্চিগুলো আগে কেটে ফেলুন। এতে ঝাড় থেকে কাটা বাঁশ টেনে বের করা সহজ হবে। কাজ শেষে কাটা কঞ্চি ও ডালপালা পরিস্কার করে দিন।

২) কোন নির্দিষ্ট ঝাড় থেকে তিন বছর বয়সের বাঁশ কাটুন। কখনও এক বছর বয়সের বাঁশ কাটা যাবে না। কারণ এ বাঁশ থেকে নতুন কোড়ল গজায়। একটি ঝাড়ে ১০টি বয়স্ক বাঁশ থাকলে ৫-৬টি বাঁশ কাটা যাবে। এমনভাবে বাঁশ সংগ্রহ করুন যেন থেকে যাওয়া বয়স্ক বাঁশ পুরো ঝাড়ে ছড়িয়ে থেকে ঝাড়টিকে ঝড়-বাদলের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

৩) প্রতিটি বাঁশ গোড়া থেকে কাটুন। মাটির কাছাকাছি গিটের ঠিক উপরে তেরছা করে কেটে বাঁশটিকে গোড়া থেকে আলাদা করুন। এতে বাঁশের অপচয় হয় না। এ ছাড়া ফেলে আসা গোড়ার অবশিষ্টাংশে বৃষ্টির পানি জমে পোকা-মাকড় বা ছত্রাকের আবাসস্থলে পরিণত হওয়ার সুযোগ থাকে না।

৪) বাঁশ গজানোর মৌসুমে (জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণ মাস) কখনও বাঁশ কাটা উচিত নয়। এতে কাটার সময় সদ্যজাত বাঁশের কোঁড়ল ভেঙে যাওয়ার আশংকা থাকে। কার্তিক থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত বাঁশ কাটার উপযুক্ত সময়।

৫) যে বছর ঝাড়ে ফুল ও বীজ হয় সে বছর ঝাড়ের বাঁশ কাটা উচিত নয়। বাঁশে ফুল হলে ঝাড়ের সব বাঁশ মরে যায়। পাকা বীজ থেকে বাঁশের চারা তৈরি করে নতুন বাঁশ বাগান করা যায়। তাই বীজ সংগ্রহের পরে বাঁশ কেটে ফেলুন।

অধিক উৎপাদন পেতে হলে বাঁশ ঝাড়ের যত্ন নিন,
বাঁশ রোপণ একবার আহরণ বার বার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

ষোলশহর, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ০৩১-৬৮১৫৭৭, ০৩১-২৫৮০৩৮৮

ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.

Web site : www.bfri.gov.bd, E-mail : bfri_ttt@ctpath.net